মিখা

১ যুদা-রাজ যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে প্রভুর এই বাণী মোরেসেৎ-বাসী মিখার কাছে
এসে উপস্থিত হল। তিনি সামারিয়া ও যেরুসালেম সম্বন্ধে এই দর্শন পান।

দোষী বলে সাব্যস্ত ইস্রায়েল

২ হে জাতিসকল, তোমরা সকলে শোন!
হে পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, মনোযোগ দাও!
প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হোন,
তাঁর পবিত্র মন্দির থেকেই প্রভু সাক্ষী হোন!

৩ কেননা দেখ, প্রভু তাঁর আবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন,
তিনি নেমে দেশের উচ্চস্থানগুলির পথে পথে চলাচল করছেন;
৪ তাঁর নিচে পর্বতমালা গলে যায়,
যত উপত্যকা ফেটে যায় আগুনের সামনে মোমের মত,
ঢালু স্থানের উপরে ঢালা জলের মত।

৫ তেমন কিছু ঘটছে যাকোবের বিদ্রোহ-কর্মের কারণে,
ঘটছে ইস্রায়েলকুলের পাপকর্মের কারণে।
যাকোবের বিদ্রোহ-কর্ম কী? সামারিয়া কি নয়?
যুদার পাপ কী? যেরুসালেম কি নয়?
৬ তাই আমি সামারিয়াকে খোলা মাঠে ফেলানো ধ্বংসস্তূপ করব,
আঙুরলতা পোঁতবার স্থান করব।
তার পাথরগুলো উপত্যকায় গড়িয়ে ফেলে দেব,
তার ভিত্তিমূল অনাবৃত করব।
৭ তার যত প্রতিমা টুকরো টুকরো করা হবে,
তার যত উপহার আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে,
আমি তার সেই সকল দেবমূর্তি একেবারে বিধ্বস্ত করব,
কেননা বেশ্যাচারের মূল্যেই তা সঞ্চিত হয়েছে,
তাই আবার বেশ্যাচারের মূল্য হয়ে যাবে।

নবীর বিলাপ

৮ এজন্য আমি গর্জন করব ও হাহাকার করব,
খালি পায়ে ও উলঙ্গ হয়েই আমি বেড়াব,
শিয়ালের মত গর্জন-তর্জন করব,
উটপাখির মত শোকার্ত স্বরধ্বনি তুলব;
৯ কারণ তার ক্ষতস্থান নিরাময়ের অতীত,
তা যুদা পর্যন্তই বিস্তৃত,

আমার আপন জাতির নগরদ্বার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত,
যেরুসালেমে পর্যন্তই বর্তমান!
১০ তোমরা গাতে একথা জ্ঞাত করো না,
আক্রিতে কেঁদো না,
বেথ্‌-লে-আফ্রায় ধুলায় গড়াগড়ি দাও।
১১ হে শাফির-নিবাসিনী,
তোমাদের লজ্জাকর উলঙ্গতায় চলে যাও;
সানান-নিবাসিনী বের হতে পারবে না।
বেথ্‌-এজেল শোকান্বিতা;
কেড়ে নেওয়া হল যত অবলম্বন তোমাদের কাছ থেকে!
১২ মারোৎ-নিবাসিনী মঙ্গলের ব্যাকুল প্রত্যাশায় ছিল,
কিন্তু যেরুসালেমের তোরণদ্বার পর্যন্ত
প্রভু থেকে অমঙ্গল নেমে পড়ল।
১৩ হে লাখিশ-নিবাসিনী,
রথে দ্রুতগামী ঘোড়া জুড়ে দাও!
তা-ই হয়েছিল সিয়োন-কন্যার পাপের সূচনাস্বরূপ,
কেননা তোমাতেই পাওয়া যায় ইস্রায়েলের যত অপরাধ।
১৪ এজন্য তুমি মোরেসেৎ-গাতের জন্য বিবাহ-ত্যাগপত্র স্থির করবে,
ইস্রায়েলের রাজাদের পক্ষে
আক্জিবের ঘরগুলো হবে মরীচিকামাত্র।
১৫ হে মারেসা-নিবাসিনী,
আমি তোমার বিরুদ্ধে আবার বিজয়ী এক নেতাকে আনব;
এবং ইস্রায়েলের গৌরব যিনি,
তিনি আদুল্লাম পর্যন্ত আসবেন।
১৬ তোমার আনন্দের পাত্র সেই শিশুদের জন্য
চুল ফেলে দাও, মাথা মুন্ডন কর;
শকুনীর মত তোমার মাথার টাক বাড়াও,
কেননা তারা তোমা থেকে দূরেই নির্বাসনের দিকে যাচ্ছে!

শোষকদের বিরুদ্ধে বাণী

২ ধিক্ তাদের, যারা শয্যায় শুয়ে শুয়ে
অধর্মের কথা ভাবে ও দুরভিসন্ধি করে;
ভোরের প্রথম আলোয় তারা তা সাধন করে,
কারণ ক্ষমতা তাদেরই হাতে।
২ তারা জমির প্রতি লোভ করে সবই জোর করে দখল করে,
বাড়ি-ঘরের প্রতিও লোভ করে সবই কেড়ে নেয়;
তাতে তারা মানুষ ও তার ঘরের উপর,

মালিক ও তার উত্তরাধিকারের উপর অত্যাচার চালায়।
৩ এজন্য প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, এই বংশের মানুষদের বিরুদ্ধে আমি এমন অমঙ্গল কল্পনা করি,
যা থেকে তোমরা তোমাদের ঘাড়কেও রেহাই দিতে পারবে না,
মাথা উঁচু করেও হেঁটে বেড়াতে পারবে না,
কারণ সেই সময় অমঙ্গলের সময়।
৪ সেইদিন তোমাদের বিষয়ে এক প্রবাদ রচিত হবে,
এবং এই বিলাপগান গাওয়া হবে:
'আমাদের নিতান্ত সর্বনাশ হয়েছে!
আমার জাতির অধিকার হস্তান্তর করা হচ্ছে;
আহা, তা আমার কাছ থেকে কেমন কেড়ে নেওয়া হয়েছে!—
আমাদের বিপক্ষদের মধ্যেই আমাদের জমি ভাগ ভাগ করা হচ্ছে।'
৫ এজন্য প্রভুর জনসমাবেশে গুলিবাঁটের জন্য
দড়ি টানতে তোমার কেউ থাকবে না।

অমঙ্গলজনক বাণীর নবী

৬ 'তোমরা প্রলাপ করো না!'—কিন্তু তারা প্রলাপ করে চলে;
'এবিষয়ে প্রলাপ করো না, দুর্নাম তো ঘুচবেই না।
৭ হে যাকোবকুল, এমন কিছু কি আগে কখনও বলা হয়েছে?
প্রভুর ধৈর্য কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে?
তিনি এভাবেই কি কখনও ব্যবহার করেছেন?
সরল পথে যে চলে,
তার পক্ষে কি আমার সকল বাণী মঙ্গলকর নয়?'
৮ গতকাল আমার জনগণ একটা শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিল,
আজ তোমরা পোশাকের উপর থেকে তারই চাদর কেড়ে নিচ্ছ
যে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বেড়াচ্ছে।
৯ তোমরা আমার জনগণের নারীদের
তাদের প্রীতির ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ,
তাদের শিশুদের কাছ থেকে
আমার দেওয়া সম্মান চিরকালের মত ছিনিয়ে নিচ্ছ।
১০ ওঠ, চলে যাও,
কারণ এই স্থান বিশ্রামস্থান আর নয়;
তোমার অশুচিতার কারণে বিনাশ ডেকে আনছ,
আর সেই বিনাশ হবে ভয়ঙ্কর!
১১ বাতাসের অনুগামী কোন মানুষ যদি এই মিথ্যাকথা বলত যে,
'আমি আঙুররস ও উগ্র পানীয় গুণে তোমার পক্ষে প্রলাপ করব,'
তবে এই জনগণের কাছে সে নবীই হত!

পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি

১২ হে যাকোব, আমি নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত লোকজনকে জড় করব ;
হে ইস্রায়েলের অবশিষ্ট অংশ, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সংগ্রহ করব।
ঘেরিতে মেষগুলির মত,
চারণভূমিতে গবাদি পশুর মত আমি তাদের একত্রে মিলিত করব ;
মানুষের ভিড় থেকে দূরেই ধ্বনিত হবে তাদের ডাক।
১৩ তাদের নেতা সকলের আগে বেরিয়ে পড়বে,
পরে নগরদ্বার দিয়ে অন্য সকলে বলপ্রয়োগে বেরিয়ে যাবে ;
তাদের রাজা তাদের আগে আগে চলবেন,
স্বয়ং প্রভুই থাকবেন তাদের মাথায়।

অত্যাচারী জননেতাদের বিরুদ্ধে বাণী

৩ আমি বললাম :
'হে যাকোবের নেতারা ও ইস্রায়েলকুলের গণশাসকেরা,
দোহাই তোমাদের, একটু শোন :
ন্যায়বিচার জানা কি তোমাদেরই ব্যাপার নয়?
২ অথচ তোমরা সৎকর্ম ঘৃণা কর ও দুষ্কর্ম ভালবাস,
লোকদের দেহ থেকে চামড়া ও হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছ!'
৩ এরা আমার জনগণের মাংস খাচ্ছে,
তাদের চামড়া খুলে হাড় ভেঙে ফেলছে ;
যেমন হাঁড়ির জন্য খাদ্যদ্রব্য বা কড়াইয়ের জন্য মাংস,
তেমনি এরা তা কুচি কুচি করে কাটছে।
৪ পরে তারা প্রভুর কাছে চিৎকার করবে,
কিন্তু তিনি সাড়া দেবেন না ;
সেসময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে আপন শ্রীমুখ লুকাবেন,
কারণ তারা দুষ্কর্ম সাধন করেছে।

অর্থলোভী নবীদের বিরুদ্ধে বাণী

৫ যে নবীরা আমার আপন জনগণকে ভ্রান্ত করে,
তাদের বিরুদ্ধে প্রভু একথা বলছেন :
যতদিন তারা দাঁত দিয়ে কিছুতে কামড় দিতে পারে,
ততদিন তারা চিৎকার করে বলে, শান্তি!
কিন্তু তাদের মুখে কিছু দেওয়ার মত যার কিছু নেই,
তার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধই ঘোষণা করে।
৬ এজন্য তোমাদের কাছে সবই রাত্রি হবে, কোন দর্শন থাকবে না ;
তোমাদের কাছে সবই অন্ধকার হবে, কোন মন্ত্র থাকবে না।
তেমন নবীদের উপরে সূর্য অস্ত যাবে,

তাদের উপরে দিন তমসাপূর্ণ হবে।
৭ তখন দৈবদ্রষ্টারা লজ্জায় আচ্ছন্ন হবে,
মন্ত্রপাঠকেরা লজ্জায় লাল হবে;
তারা সকলে নিজ নিজ ওষ্ঠ ঢাকবে,
কেননা পরমেশ্বর থেকে কোন সাড়া নেই।
৮ কিন্তু আমার বেলায় তেমন নয়,
যাকোবকে তার অপরাধ ও ইস্রায়েলকে তার পাপ জানাবার জন্য
আমি শক্তিতে পরিপূর্ণ, প্রভুর আত্মায়ই পরিপূর্ণ,
হ্যাঁ, আমি ন্যায়বোধ ও সৎসাহসে পরিপূর্ণ।

শাস্তি—যেরুসালেমের বিনাশ

৯ হে যাকোবকুলের নেতারা ও ইস্রায়েলকুলের গণশাসকেরা,
তোমাদের দোহাই, একথা শোন,
তোমরাই, যারা ন্যায় ঘৃণা কর ও যা কিছু সরল তা বাঁকা কর,
১০ যারা সিয়োনকে রক্তের উপরে,
ও যেরুসালেমকে অত্যাচারের উপরে গাঁথ!
১১ তার নেতারা উপহারের আশাতেই বিচার সম্পাদন করে,
তার যাজকেরা অর্থলালসাতেই নির্দেশবাণী দেয়,
তার নবীরা টাকার লোভে দৈববাণী উচ্চারণ করে।
এমনকি প্রভুর উপর নির্ভর করে বলে:
'আমাদের মধ্যে কি প্রভু নেই?
কোন অমঙ্গল আমাদের নাগাল পাবে না!'
১২ এজন্য, তোমাদের কারণে,
সিয়োন লাঙল দ্বারা চাষ করা মাটির মত হবে,
যেরুসালেম ধ্বংসস্তূপের ঢিপি হবে,
এবং গৃহের পর্বত হবে ঝোপে ভরা উচ্চস্থান।

সিয়োনে প্রভুর ভাবী রাজ্য

৪ সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল জাতি তার কাছে ভেসে আসবে।
২ বহুদেশ এসে বলবে,
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'

কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুসালেম থেকেই প্রভুর বাণী।
৩ তিনি জাতিতে জাতিতে বিচার সম্পাদন করবেন,
বহু দূরের শক্তিশালী দেশের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন।
তারা নিজেদের খড়্গ পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা,
নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে।
এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে খড়্গ উঁচু করবে না,
তারা রণশিক্ষাও আর করবে না।
৪ তারা বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের তলায় বসবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউই আর থাকবে না,
কারণ সেনাবাহিনীর প্রভুর আপন মুখ একথা উচ্চারণ করেছে!
৫ অন্য সকল জাতি প্রত্যেকেই চলুক তাদের নিজ নিজ দেবতার নামে,
কিন্তু আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামেই চলব—
যুগে যুগে চিরকাল।

বিক্ষিপ্তদের পুনর্মিলন

৬ 'সেইদিন আমি—প্রভুর উক্তি—
খোঁড়া সকলকে জড় করব,
যে বিতাড়িত হয়েছে ও যার প্রতি আমি কঠোর ব্যবহার করেছি,
তাদের সকলকে একত্রে সংগ্রহ করব।
৭ খোঁড়াকে নিয়ে আমি একটা অবশিষ্টাংশ করব,
বিতাড়িতকে নিয়ে করব শক্তিশালী এক জাতি।
তখন প্রভু সিয়োন পর্বতে তাদের উপর রাজত্ব করবেন
—তখন থেকে চিরকাল ধরে।
৮ আর তোমার বিষয়ে, হে পালের দুর্গ,
হে সিয়োন-কন্যার গিরি,
তোমার কাছে আসবে,
হ্যাঁ, তোমার কাছে ফিরে আসবে আগেকার কর্তৃত্ব,
যেরুসালেম-কন্যার সেই রাজ-অধিকার।'

সিয়োনের অবরোধ, নির্বাসন ও মুক্তিলাভ

৯ তুমি এখন এত জোরে চিৎকার করছ কেন?
তোমার মধ্যে কি রাজা নেই?
তোমার মন্ত্রীরা কি বিলুপ্ত হল?
কেন প্রসবিনীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ধরেছে তোমায়?
১০ হে সিয়োন-কন্যা, প্রসবিনীর মত
ব্যথা খাও, মোচড় খাও,

কেননা এখন তোমাকে নগরীকে ছেড়ে
খোলা মাঠেই বাস করতে হবে,
বাবিলন পর্যন্তই তোমাকে যেতে হবে।
সেইখানে তুমি উদ্ধার পাবে,
সেইখানে প্রভু তোমার শত্রুদের হাত থেকে
তোমার মুক্তি পুনঃসাধন করবেন।
১১ এখন বহুজাতি
তোমার বিরুদ্ধে জড় হল;
তারা বলে: 'সিয়োনকে অশুচি করা হোক!
সিয়োনের দশা দর্শনে
মেতে উঠুক আমাদের চোখ।'
১২ কিন্তু তারা প্রভুর চিন্তা-ভাবনা জানে না,
তাঁর সুমন্ত্রণাও তারা বোঝে না,
বস্তুত তিনি তাদের কুড়িয়ে নিয়েছেন
খামারের আটার মত।
১৩ হে সিয়োন-কন্যা, ওঠ, শস্য মাড়াই কর;
কেননা আমি তোমার প্রতাপ-শৃঙ্গ লৌহময়
ও তোমার ক্ষুর ব্রঞ্জময় করে তুলব,
আর তুমি বহুজাতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করবে:
তুমি তাদের লুটের মাল প্রভুর উদ্দেশে
ও তাদের ঐশ্বর্য সারা পৃথিবীর প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বস্তু করবে।

অবরুদ্ধ যেরুসালেম

১৪ এখন, হে সৈন্যদল-কন্যা, এখন তুমি নিজের দেহে কাটাকাটি কর,
তারা চারদিকে আমাদের অবরোধ করছে,
লাঠি দিয়ে ইস্রায়েলের বিচারককে
গালে আঘাত মারছে।

মসীহ্ শাসনকর্তার আগমন

৫ আর তুমি, হে বেথলেহেম-এফ্রাথা,
তুমি যে যুদা-গোত্রগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম,
তোমা থেকেই আমার উদ্দেশে বের হবেন তিনি,
যিনি হবেন ইস্রায়েলের শাসনকর্তা,
প্রাচীনকাল থেকে, অনাদিকাল থেকেই যাঁর উৎপত্তি।
২ এজন্য যতদিন প্রসব-বেদনাগ্রস্ত নারীর প্রসব না হয়,
ততদিন ধরে প্রভু ইস্রায়েলকে পরিত্যাগ করবেন।
তখন তাঁর ভাইদের অবশিষ্ট অংশ

ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ফিরে আসবে।
৩ তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর আপন মেষপালকে প্রভুর শক্তিতেই,
তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নামের মহিমায়ই পালন করবেন।
তারা তখন পূর্ণ ভরসায় বাস করবে,
কারণ তিনি মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।
৪ আর তিনি নিজেই হবেন শান্তি।
আসিরীয়েরা যদি আমাদের দেশে প্রবেশ করে,
যদি আমাদের ভূমিতে পা বাড়ায়,
তাদের বিরুদ্ধে আমরা সাতজন মেষপালক
ও আটজন নরপতিকে দাঁড় করাব;
৫ তারা খড়্গ দ্বারা আসুরের দেশ
ও নিম্রোদের দেশ নিষ্কোষিত তলোয়ার দ্বারা শাসন করবে।
আসিরীয়েরা আমাদের দেশে প্রবেশ ক'রে
আমাদের সীমানার মধ্যে পা বাড়ালে
তিনি তাদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।

যাকোবের অবশিষ্টাংশের ভাবী ভূমিকা

৬ আর বহু জাতির মধ্যে ঘেরা যাকোবের সেই অবশিষ্টাংশ
হবে শিশিরের মত,
যা প্রভুর কাছ থেকেই আগত,
হবে ঘাসের উপরে পতিত বৃষ্টির মত,
যা মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়,
আদমসন্তানের উপর আস্থাশীল নয়।
৭ তখন বহু বহু জাতির মধ্যে ঘেরা যাকোবের সেই অবশিষ্টাংশ
হবে বন্যজন্তুদের মধ্যে সিংহের মত,
মেষপালের মধ্যে এমন যুবসিংহের মত,
যা একবার পালের মধ্যে প্রবেশ করে সবই মাড়িয়ে দেয়,
সবই বিদীর্ণ করে,
—কিন্তু উদ্ধার করার মত কেউই থাকবে না!

প্রভু যত মানবিক অবলম্বন ধ্বংস করবেন

৮ তোমার হাত তোমার বিরোধীদের উপর জয়ী হবে,
ও তোমার সকল শত্রু তখন উচ্ছিন্ন হবে।
৯ সেইদিন এমনটি ঘটবে—প্রভুর উক্তি—
আমি তোমার মধ্য থেকে তোমার রণ-অশ্বগুলো উচ্ছেদ করব,
তোমার রথগুলো বিনাশ করব;
১০ তোমার দেশের শহরগুলো উচ্ছেদ করব

ও তোমার যত দুর্গ ধ্বংস করব।
১১ আমি তোমার হাতের মধ্য থেকে মায়া-মন্ত্র উচ্ছেদ করব,
গণকেরা তোমার মধ্যে আর থাকবে না।
১২ আমি তোমার মধ্য থেকে
তোমার যত খোদাই-করা মূর্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ উচ্ছেদ করব,
তুমি তোমার হাতে তৈরী কাজের উদ্দেশে
আর প্রণিপাত করবে না।
১৩ আমি তোমার মধ্য থেকে তোমার সমস্ত পবিত্র দন্ড উৎপাটন করব,
তোমার সমস্ত শহর বিনাশ করব।
১৪ সক্রোধে ও জ্বলন্ত রোষে
আমি সেই দেশগুলোর উপরে প্রতিশোধ নেব,
যারা আমার প্রতি বাধ্য হয়নি।

আপন জনগণের বিরুদ্ধে প্রভুর বিবাদ

৬ তোমরা এখন শোন, প্রভু কি বলছেন :
‘তুমি ওঠ, পাহাড়পর্বতের সামনে বিবাদ কর,
উপপর্বতগুলো তোমার বক্তব্য শুনুক!
২ হে পাহাড়পর্বত, প্রভু যে বিবাদ উপস্থাপন করছেন, তা শোন;
হে পৃথিবীর সনাতন ভিত, কান দাও!
কারণ তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে প্রভুর বিবাদ হচ্ছে,
তিনি ইস্রায়েলের সঙ্গে তর্ক করবেন।
৩ হে আমার আপন জাতি, আমি তোমার কী করলাম?
কিসেতেই বা তোমাকে ক্লান্ত করলাম? উত্তর দাও।
৪ আমি তো মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছি,
দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছি,
এবং তোমাকে চালনা করতে
মোশী, আরোন ও মরিয়মকে প্রেরণ করেছি!
৫ হে আমার আপন জনগণ,
একবার স্মরণ কর মোয়াবের রাজা বালাকের সেই ষড়যন্ত্র,
স্মরণ কর তাকে কি উত্তর দিয়েছিল বেয়োরের সন্তান বালায়াক।
স্মরণ কর সিত্তিম থেকে গিল্গাল পর্যন্ত কী ঘটেছিল,
যেন তোমরা প্রভুর ধর্মময়তার সকল কাজ জানতে পার।’

৬ আমি কি নিয়েই বা প্রভুর সাক্ষাতে এসে দাঁড়াব
ও সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের সামনে প্রণত হব?
আমি কি আহুতি নিয়ে,
একবছরের বাছুরদের নিয়েই কি তাঁর সাক্ষাতে এসে দাঁড়াব?
৭ হাজার হাজার ভেড়া

ও লক্ষ লক্ষ তেলপ্রবাহেই কি প্রভু প্রসন্ন হবেন?
আমার অপরাধের জন্য
আমি কি আমার প্রথমজাত সন্তানকে নিবেদন করব?
আমার নিজের পাপের জন্য কি আমার ঔরসের ফল দান করব?
৮ হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন,
তা তোমাকে বলাই হয়েছে;
শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে,
দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে,
ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

নগরীর শোষকদের বিরুদ্ধে বাণী

৯ এই যে প্রভুর কণ্ঠস্বর! তিনি নগরীর কাছে চিৎকার করছেন,
যারা তাঁর নাম ভয় করে, তাদের তিনি পরিত্রাণ করবেন;
তোমরা, হে সকল গোষ্ঠী ও এখানে সমবেত নগরবাসী সকল, শোন:
১০ দুর্জনের ঘরে কি এখনও আছে দুষ্কর্মের ভাণ্ডার?
এখনও আছে সেই ঘৃণ্য লঘুভার-করা এফা?
১১ আমি কি সেই দুষ্কর্মের নিক্তি,
ও সেই ছলনার বাটখারা সহ্য করতে পারব?
১২ নগরীর ধনীরা অত্যাচারে পরিপূর্ণ,
নগরবাসী সকলে শুধু মিথ্যা কথা বলে।
১৩ তাই আমি নিজেই তোমাকে প্রহার করতে শুরু করেছি,
তোমার পাপের জন্য তোমাকে সংহার করতে আরম্ভ করেছি।
১৪ তুমি খাবে, কিন্তু তৃপ্তি পাবে না,
তোমার ক্ষুধাও তোমার মধ্যে থাকবে;
তুমি জমিয়ে রাখবে, তবু কিছুই বাঁচাতে পারবে না;
যা বাঁচাবে, তা আমি খড়্গের হাতে তুলে দেব।
১৫ তুমি বীজ বুনবে, তবু কিছুই কাটবে না,
জলপাই পেষাই করবে, তবু গায়ে তেল মাখাবে না,
আঙুরফল মাড়াই করবে, তবু আঙুররস পান করবে না।
১৬ তুমি তো অম্রির বিধি ও আহাব-কুলের সমস্ত প্রথা পালন করে থাক,
তাদের মনের ভাব অনুসারে চল,
তাই আমি তোমাকে উৎসন্ন স্থান করব,
তোমার অধিবাসীদের করব তাচ্ছিল্যের বস্তু,
আর তুমি জাতিসকলের অবজ্ঞা বহন করবে।

সর্বস্থানে অন্যায্যতা বিরাজিত

৭ হায়, আমার কেমন দশা!

আমি যে এমন একজনের মত হয়েছি,
গ্রীষ্মকালীন ফল যে পাড়ে
কিংবা আঙুর সংগ্রহের পরে আঙুরফল কুড়োয়!
খাবার যোগ্য একটা আঙুরগুচ্ছও নেই;
একটা কাঁচা ডুমুরফলও নেই—যা আকাঙ্ক্ষা করছে আমার প্রাণ।
২ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছে,
মানুষদের মধ্যে ন্যায়বান ব্যক্তি একেবারে নেই:
সকলেই রক্তপাত করার জন্য ওত পেতে থাকে;
প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইকে জাল দিয়ে শিকার করছে।
৩ তাদের হাত দু'টো অন্যায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত;
সমাজনেতা উপহার চায়,
বিচারক উৎকোচ নিতে উদ্গ্রীব,
ক্ষমতাশালী মানুষ নিজ অর্থলালসা মেটাবার জন্যই কথা বলে,
আর এইভাবে তারা সবকিছু বিকৃত করে।
৪ তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল যে লোক, সে কাঁটাঝোপের মত;
সবচেয়ে ন্যায়বান যে লোক, সে কাঁটার বেড়ার চেয়েও খারাপ।
তোমার প্রহরীদের দ্বারা ঘোষিত সেই দিন,
তোমার কাছে প্রভুর আগমনের সেই দিন এসে গেছে,
এখনই তাদের সর্বনাশ!
৫ তোমরা বন্ধুকে বিশ্বাস করো না,
প্রতিবেশীতেও ভরসা রেখো না।
তোমার কাছে যে শুয়ে থাকে,
তোমার সেই স্ত্রীর কাছেও তোমার মুখের দ্বার রক্ষা কর।
৬ কেননা ছেলে পিতাকে অপমান করে,
মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে
ও পুত্রবধূ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে ওঠে;
নিজ নিজ পরিবার-পরিজনই মানুষের শত্রু!
৭ কিন্তু আমি প্রভুর প্রতি চেয়ে থাকব,
আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব,
আমার পরমেশ্বর আমাকে সাড়া দেবেন!

এখনও আশা আছে

৮ হে আমার বিদ্বেষিণী,
আমার দশায় আনন্দ করো না!
যদিও আমার পতন হয়েছে,
তবু আমি আবার উঠব;
যদিও অন্ধকারে বসে আছি,

তবু স্বয়ং প্রভুই হবেন আমার আলো।
৯ আমি প্রভুর ক্ষোভ সহ্য করব,
কারণ আমি তার বিরুদ্ধে পাপ করেছি,
শেষে তিনি আমার বিবাদে পক্ষসমর্থক হয়ে
আমার পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করবেন ;
হ্যাঁ, শেষে তিনি আমাকে আলোয় বের করে আনবেন,
তখন আমি তাঁর ধর্মময়তা দেখতে পাব।
১০ তা দেখে আমার সেই বিদ্বেষিণী লজ্জায় আচ্ছন্না হবে,
সে নাকি আমাকে বলছিল :
'কোথায় তোমার সেই পরমেশ্বর প্রভু?'
নিজেরই চোখে আমি সেই বিদ্বেষিণীকে দেখতে পাব,
যখন সে পথের কাদার মত হবে পদদলিতা!
১১ ওই-ই তো হবে সেই দিন,
যেদিনে পুনর্নির্মিত হবে তোমার নগরপ্রাচীর ;
সেই দিনেই আরও প্রসারিত হবে তোমার সীমানা সকল ;
১২ সেই দিনেই আসিরিয়া থেকে ও মিশরের শহরগুলো থেকে,
মিশর থেকে সেই [ইউফ্রেটিস] নদী পর্যন্ত,
এক সাগর থেকে অন্য সাগর ও এক পর্বত থেকে অন্য পর্বত পর্যন্ত
লোকেরা আসবে তোমার কাছে।
১৩ তবু অধিবাসীদের দোষে ও তাদের কর্মকাণ্ডের ফলে
পৃথিবী মরুপ্রান্তর হয়ে যাবে।
১৪ ওগো, তোমার পাচনি দিয়ে তোমার আপন জনগণকে,
তোমার আপন উত্তরাধিকার সেই মেষপালকে চরাও!
সে তো অরণ্যে একাকী রয়েছে,
তার চারদিকে উর্বর উর্বর মাঠ ;
তারা পুরাকালের মত আবার বাশানে ও গিলেয়াদে চরে বেড়াক।
১৫ মিশর দেশ থেকে তোমার বেরিয়ে আসার দিনের মত
আমি তাকে দেখাব আশ্চর্য কর্মকীর্তি।
১৬ জাতি-বিজাতি তা দেখতে পাবে,
নিজেদের সমস্ত পরাক্রম সত্ত্বেও আশাভ্রষ্ট হবে ;
তারা মুখে হাত দেবে,
বধির হয়ে আসবে তাদের কান।
১৭ তারা সাপের মত, মাটির বুকে চরে এমন সরিসৃপের মত ধুলা চাটবে,
কাঁপতে কাঁপতে তাদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসবে
তোমার সম্মুখে আতঙ্কিত হয়ে।
১৮ কেইবা তোমার মত ঈশ্বর,

যিনি শঠতা মার্জনা করেন,
ও আপন উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশের পাপ ক্ষমা করেন?
তিনি তো ক্রোধ রাখেন না চিরকাল ধরে,
যেহেতু কৃপাই দেখাতে প্রীত।
১৯ তিনি আমাদের প্রতি আবার তাঁর স্নেহ দেখাবেন,
আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন;
হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত পাপ তুমি সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবে।
২০ যাকোবের প্রতি তোমার বিশ্বস্ততা,
আব্রাহামের প্রতি তোমার কৃপা মঞ্জুর কর,
যেমন পুরাকাল থেকে
আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছ।